হিন্দু সংহতি

মুম্বাই-এ জেহাদী আক্রমণ

ভারত রাষ্ট্র পরাজিত

জেহাদী ও নাপাক্ পাকিদের কাছে

হ্যাঁ, ভারত রাষ্ট্র পরাজিত হয়েছে। এই সত্যটা অস্বীকার করাই আমাদের রোগের একটা বড় কারণ। আর তাই এই রোগ সারে না।

গোটা পৃথিবী দেখল ওই ইসলামিক জেহাদীরা তিন দিন ধরে কিভাবে আমাদের সেনাবাহিনী, এন. এস. জি., পুলিশকে নাচালো। কিভাবে ২০০ মৃতদেহ উপহার দিল, ৩০০ জনকে আহত করল, ভারতবর্ষের মাথা ধুলোয় লুটিয়ে দিল। তবু আমাদের নেতারা, মন্ত্রীরা, বুদ্ধিজীবিরা স্বীকার করবেনা যে আমরা পরাজিত হয়েছি। যেন, স্বজনকে হারিয়ে, অপমানিত হয়ে, তার পরের দিন দোকানপাট অফিস কাছারি খোলাটাই আমাদের বিরাট জয়! প্রত্যেকেবার সেই একই বুলি।

এই ভাবের ঘরে চুরি, এই ভন্ডামীর জন্যই আমাদের দেশে এত জেহাদী জঙ্গী হামলা। আমেরিকা থেকে বন্ধুদের ফোনে জানা গেল, সেদেশে এরকম হামলা হলে সাতদিন শেয়ার বাজার ওরা বন্ধ রাখত। এটাকে যুদ্ধ হিসাবে নিত। তাই তো দেখি, সেই ১১-ই সেপ্টেম্বরের আল্-কায়দা হামলার পর এই দীর্ঘ সাত বছরে ওদেশের মাটিতে আর একটাও হামলা করতে পারেনি জেহাদীরা। আর আমাদের দেশে এই সাত বছরে ৭০টা জঙ্গী হামলা হয়ে গেছে।

বেচারা হেমন্ত কারকারে। এ. টি. এসের (অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড) প্রধান। দক্ষ পুলিশ অফিসার। শহীদ হয়ে গেলেন ২৭ তারিখ সকালেই জঙ্গীদের হাতেই। তাঁর পরিবারকে জানাই সমবেদনা। কিন্তু এ প্রশ্ন তো উঠছেই যে, তিনি এবং তাঁর দপ্তর এ. টি. এস. কী করছিল? কেন তারা এত বড় ষড়যন্ত্রের খবর পেল না? উত্তরটা সবারই জানা। তিনি ও তাঁর এ. টি.এস. সাধ্বী প্রজ্ঞার পিছনে পড়ে ছিল। কেন? কারণ তাঁদেরকে ওই কাজ দেওয়া হয়েছিল। কে দিয়েছিল? সরকারের মাথারা। কেন দিয়েছিল? কারণ, হিন্দু সন্ত্রাসবাদী খুঁজে বের করতে হবে। কেন খুঁজে বের করতে হবে? ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করতে । দেশে এত ইসলামিক জেহাদী জঙ্গী হামলা হচ্ছে; এত নিরীহ মানুষকে তারা খুন করছে। মহান ইসলামের বদনাম হচ্ছে। ইসলামের এইরকম একতরফা বদনাম হলে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা হয় কী করে? তাই হিন্দু জঙ্গী, হিন্দু সন্ত্রাসবাদী খুঁজে বের করতেই হবে। সেই কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল এ.টি.এস. কে। পরিণাম—মুম্বাই আক্রমণ, মৃত্যু, রক্ত, আগুন, বিস্ফোরণ, লজ্জা, অপমান, পরাজয়। তাতে কী হয়েছে? **মহান ইসলামের থেকেও মহান ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য এটুকু মূল্য তো আমাদের দিতেই হবে!**

বন্ধু, একবার ভাবুন, প্রাণ রাখবেন, দেশের মান রাখবেন, না ধর্মনিরপেক্ষতা রাখবেন?

হিন্দু সংহতি আগেই দাবী করেছে, পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এবার মুম্বাই হামলাতেও পাকিস্তানের আই. এস. আই. ও নৌবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাই আমরা ওই দাবী আবার করছি। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ইসলামের প্রেরণায় জেহাদী জঙ্গী সাপ উৎপাদন করছে ভারতে ছাড়ার জন্য। যতদিন ইসলাম থাকবে, আর ওই দুটো দেশে ইসলামিক শাসন থাকবে, ততদিন এই কাজ ওরা বন্ধ করবে না। তাই পাকিস্তান আর বাংলাদেশের অস্তিত্ব মুছে দিতে হবে বিশ্বের বুক থেকে। তবেই ভারতে আসবে শান্তি। বন্ধ হবে রক্তক্ষয়।

হিন্দু সংহতির আহ্বান — ধ্বংস কর পাকিস্তান।

হিন্দু সংহতি-র পক্ষে তপন কুমার ঘোষ দ্বারা ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা -৭০০ ০১২ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

যোগাযোগ ঃ ২২৫৭ ২৬৯৯, ৯৪৩৩৪৫৩১০৯